ভেবেছিলাম সাঈদ একদিন বড় সরকারি কর্মকর্তা হবে

আবু হোসেন

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম শহিদ আবু সাঈদ আমার ছোট ভাই। আমি আবু সাঈদের বড়। আমাদের বয়সের ব্যবধান বেশি না। আমি ওর থেকে দুই বছরের বড়। ভাই বোনদের মধ্যে আবু সাঈদই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।

কথায় বলে, 'মানুষের ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়'। তার বাস্তব উদাহরণ আমি দেখেছি ছোট ভাইটার জীবনে। তার ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি, বড় হবার ইচ্ছা। লেখাপড়া করার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছে শক্তি থেকেই আবু সাঈদ এত দূরে এসেছিল।

২০১০ সালে আবু সাঈদ জাফর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শেষ করে। আমাদের অল্প কিছু কৃষি জমি আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমরা দু'ভাই বাবাকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করতাম। মাঠের কাজে ওর সাথে কাজ করে আমরা পারতাম না। লেখাপড়ায় যে রকম মেধাবী ছিল, কাজকর্মে ও খুব চালু ছিল।

আমি জাফরপাড়া কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করি। তারপর অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করতে পারিনি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে অল্প কৃষি জমি দিয়ে আমাদের পারিবারিক চাহিদা পূরণ হতো না। বাবা লেখাপড়ার খরচ দিতে পারতো না সেভাবে।

কিন্তু সাঈদ থেমে থাকেনি। সে যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠে, তখন থেকেই ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে পড়াতে শুরু করে। তার টিউশনির ফিসও ছিল অল্প, মাসিক ১০০ টাকা। এই টাকায় তার কাছে গ্রামের বাচ্চারা পড়ত। এভাবে শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবন। খালাসপীর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেএসসি এসএসসি পাস করে সে।

আমরা দু'জনে এক সাথেই বড় হয়েছি। সব কিছুই একসাথে করতাম। খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সব একসাথে। বাবার সাথে কৃষি কাজে মাঠে গিয়ে কাজের সহযোগিতা করতাম আমরা ।

২০১৮ সালে রংপুর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করে। তারপর শুরু হয় ওর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যুদ্ধ। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়। ১২ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিল সে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে আমরা তাকে নিয়ে স্বপ্ন বুনতে থাকি। ভাইটা আমাদের আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভেবেছিলাম, আমরা তো কেউ সেভাবে লেখাপড়া করতে পারিনি আবু সাঈদ আমাদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। সরকারি বড় কর্মকর্তা হবে। একদিন আমাদের জীর্ণ বাড়িটায় আলো জ্বলবে।

বলতে গেলে আবু সাঈদ একা চলেছে। আমি বড় ভাই হিসেবে সেভাবে ওর পাশে দাঁড়াতে পারিনি। আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি সাহায্য করার জন্য। তবে ভাই আমার সহজে কারো কাছে কখনও টাকা পয়সা চাইতো না। যখন একেবারে আটকে যেতো, আর উপায় থাকত না, তখন প্রকাশ করত। বলতো, ভাই আমার কিছু টাকা লাগবে। তখন ওকে আমি টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতাম।

আবু সাঈদ আর সবার মতন ছিল না। অসাধারণ এবং সবার চেয়ে আলাদা ছিল সে। কাউকে কষ্ট না দিয়ে সব সময় নিজে নিজে চলার চেষ্টা করত। কারো কাছে কোন কিছু চাইতো না। সবর করত, নিজের কষ্টটা নিজে হজম করত।

আমি সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুকে দেখতাম সে মাঝে মাঝে অনেক সুন্দর সুন্দর এবং দরকারী লেখা লিখত। প্রতিবাদ করে লিখত। এতে ওকে আমি সব সময় উৎসাহিত করতাম। তারপরও সামাজিক বাস্তবতার কথা ভেবে, একজন বড় ভাই হিসেবে তাকে আমি সতর্ক হয়ে চলার জন্য বলতাম।

২০২৪ সালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সাঈদ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। আমি তখন একটা চাকুরি সূত্রে বাইরে থাকি। একদিন ফেসবুকে দেখি, ও আন্দোলন করছে। এতে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। ওকে ফোন করি, এবং ফোনে খোঁজখবর নিতে থাকি, সাবধানে থাকতে বলি।

তবে ভাই যে আমার সমন্বয়ক ছিল, সেটা আমি জানতাম না, বা খেয়াল করে দেখিনি। আমার চাচাতো ভাই রুহুল আমিন ভাইয়ের সাথে ও একই মেসে থাকত।

ফেসবুকে ওদের পোস্টগুলো দেখে দেখে আমার টেনশন বাড়ে। আন্দোলন চলাকালীন জুলাই মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখ উদ্বেগ জানিয়ে তাকে এসএমএস (খুদে বার্তা) করেছিলাম। বলেছিলাম সাবধানে থাকার কথা। কিন্তু দুই দিনই আমাকে রিপ্লে দেয়, 'চিন্তা করেন না'। দুই দিনই একই রকম উত্তর।

যেহেতু রুহুল আমিন ভাই আর আবু সাঈদ একই মেসে থাকত, ভাইকে বলেছিলাম, আবু সাঈদ কে আপনি দেখে রাখেন। রুহুল আমিন ভাই উত্তরে বলেছিলেন, কোন চিন্তা কইরো না। আমি আছি, আমরা এক সাথেই আন্দোলনে যাই।

আমি এ রকম হবে কখনো কল্পনাও করিনি। ১৬ই জুলাই ২০২৪ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আবু সাঈদ শহীদ হওয়ার খবর আমি আনুমানিক ৩:৩০ মিনিটে পাই। ওর মৃত্যুর খবর শুনে আমি দিশেহারা হয়ে যাই। আমি তখন টাঙ্গাইল থাকতাম। খুব দ্রুত বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেই। বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাই দশটার দিকে। বাড়িতে গিয়ে দেখি এক মর্মান্তিক দৃশ্য। দেখি, আমার ছোটভাই আবু সাঈদের জন্য চলছে হাহাকার আর সবার বুকফাটা কান্না।

পরের দিন সকাল বেলা আনুমানিক সাড়ে নয়টার দিকে আবু সাঈদের দাফন কাজ সম্পন্ন করি। তবে তার দাফন-কাফনের ব্যাপারে প্রশাসনিকভাবে আমাদের উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কত যে বাধা-বিপত্তি ! তা সত্ত্বেও জানাজা সুষ্ঠূভাবে সম্পন্ন করি। অতপর বাড়ির আঙিনায় পারিবারিক কবরস্থানে তাকে আমরা দাফন করি।

এই উঠোনে আমরা ছোট্টকালে খেলেছি। সেখানে ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়ের নীচে, কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আমার ছোট ভাইটিকে শুইয়ে রাখি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমার ভাইকে শহিদ হিসেবে কবুল করেন। খুব ছোট থেকে সে কষ্ট করেছে, তার ছোট্ট জীবনের গোনাহগুলো যেন ক্ষমা করে দেন। শহীদ হিসেবে জান্নাতের উচ্চ স্থান যেন তাকে দান করেন।

আমরা গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ। আমাদের মতো পরিবারের একজন যুবক বৈষম্যহীন দেশ গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এটা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায়, আবু সাঈদের জীবনদান স্বার্থক হয়েছে। তার শহীদ হবার পরে মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে, দেশ থেকে ফ্যাসীবাদের পতন হয়েছে।

আমার জন্য এটা বড়ই আনন্দের যে, ছোটভাই আবু সাঈদ এখন মুক্তি ও বিপ্লবের প্রতীক। তার আত্মত্যাগ মানুষকে ন্যায়ের জন্য লড়াই করার অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও পৃথিবীজুড়ে শহীদ আবু সাঈদ বেঁচে থাকবে বিপ্লবের এক অনন্য প্রতীক হিসেবে।

আবু হোসেন

শহিদ আবু সাঈদের বড় ভাই, বাবনপুর, পীরগঞ্জ, জেলা রংপুর।